জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির চতুর্দশ/১৪তম সভার কার্যবিবরণী

১৬-১১-৮৫ তারিখ বেলা ১০-০০ ঘটিকায় ডঃ ইকরামুল আহ্সান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে কৃষি গবেষণা পরিষদে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত সদস্য, বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য ও পর্যবেক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক) ডঃ মোঃ মাইছের আলী, পরিচালক (পাট বীজ বিভাগ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট	সদস্য
খ) জনাব এ.কে.এম আনোয়ারুল কিবরিয়া, পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস শাখা), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	সদস্য
গ) জনাব আবুল হাসেম, প্রধান ব্যবস্থাপক (বীজ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
ঘ) ডঃ মোহাম্মদ হোসেন মণ্ডল, পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট	প্রতিনিধি
ঙ) ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রজনন বিভাগ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট	প্রতিনিধি
চ) ডঃ আঁঃ হামিদ, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট	বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য
ছ) ডঃ এ.এক.এম আমজাদ হোসেন, বিভাগীয় প্রধান উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট	বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য
জ) ডঃ লুৎফর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য
ঝ) জনাব এম.এ. খালেক, প্রকল্প পরিচালক (তৈল বীজ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট	বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য
ঞ) জনাব মোঃ এনামুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তামাক গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট	বিশেষ আমন্ত্রীত সদস্য
ট) ডঃ মুনসী সিদ্দীক আহমদ, পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা	পর্যবেক্ষক
ঠ) জনাব মফিজুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সবজী শাখা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট	পর্যবেক্ষক
ড) জনাব মধুসুদন সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস শাখা) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	পর্যবেক্ষক
ঢ) জনাব মোঃ আবদুল গফুর খান, প্রধান বীজ প্রত্যায়ন কর্মকর্তা বীজ অনুমোদন সংস্থা	সদস্য-সচিব

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ১৩তম সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তাবায়ন অনুমোদন।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য-সচিব সভাকে জানান, ১১-৮-৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৩তম সভার কার্যবিবরণী সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বিতরণ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদন করা যাইতে পারে। কার্যবিবরণী অনুমোদন করার পূর্বে মূল্যায়ন দলের দলনেতা সঠিকভাবে কাজ করিতেছে কিনা তাহা সভায় উত্থাপন করা হয় এবং সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত সদস্য তালিকা সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হইয়াছে কিনা তাহা নিয়াও আলোচনা করা হয়। নতুন সদস্য তালিকা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হইতেছে বলিয়া জানানো হয়। আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। অতঃপর বিশদ আলোচনার পর ১৩তম সভার কার্য্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্তঃ ক) কোন নতুন জাতের মাঠ মূল্যায়নের অনুরোধ পাওয়ার পর দলনেতা অনুমোদিত সদস্য তালিকার (কপি সংযুক্ত) ৭টি বিভাগ হইতে ১জন করিয়া সদস্য নিয়া একটি মূল্যায়ন দল গঠন করিয়া ভ্রমণ সূচী সহ সকলকে অবহিত করিবেন এবং কমিটির সদস্য-সচিবকে উহার কপি প্রদান করিবেন। দলনেতা সেই দলের নেতৃত্ব প্রদান করিবেন। যদি কোন কারণে তিনি মূল্যায়ন দলে যোগদান করিতে অসমর্থ হন তবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন।

খ) দলনেতা যে সমস্ত সদস্যগণকে নিয়া মূল্যায়ন দল গঠন করিবেন যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে করেন উক্ত এলাকার জন্য তিনি নিজে না যাইয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব তাহা হইলে মনোনীত প্রতিনিধিকে সংগে সংগে জানাইয়া উহার কপি দলনেতা কে অবশ্যই প্রদান করিবেন।

গ) প্রত্যেক পরীক্ষা এলাকার (Locations) জন্য যৌথভাবে মাঠ মূল্যায়ন করার পর মূল্যায়ন দলের সকল সদস্য একত্রে আলোচনার মাধ্যমে একটি রিপোর্ট তৈয়ারী করিবেন এবং দলনেতা উহা সদস্য-সচিবের নিকট ৩ সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই প্রেরণ করিবেন।

ঘ) ইতিপূর্বে হলুদের মাঠ মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন দল গঠন করায় এবং ইহার জন্য কোন ভ্রমণ সূচী না থাকায় বা সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ না থাকিলেও বিশেষ ব্যবস্থাধীন এই জাতটির মূল্যায়ন করা হইবে। উপরিউক্ত (ক) এর সিদ্ধান্ত জানুয়ারী/৮৬ হইতে কার্যকর হইবে।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন ভূট্টা জাত বর্ণালী (BM-1), শুভ্রা (BM-2) ও উজ্জ্বল (BM-3) এর অনুমোদন।

কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট ভূট্টার ৩টি জাত বর্ণালী, শুভ্রা ও উজ্জ্বল এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করিয়াছে। তিনি আরো জানান, উল্লিখিত ৩টি জাত দলনেতা কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয় নাই। ইতিপূর্বে ১১-৮-৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৩ তম সভায় উল্লিখিত ৩টি জাতই অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হইয়াছিল এবং দলনেতার নিকট হইতে কোন মূল্যায়ন রিপোর্ট না থাকায় স্থগিত রাখা হইয়াছিল। তখন সভায় জাতগুলির অনুমোদনের ব্যাপারে দলনেতার মতামত জানিতে চাহিলে তিনি জানান, যেহেতু জাতগুলির মাঠ মূল্যায়ন করা হয় নাই সেহেতু সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদের নেতৃত্বে দল গঠনের মাধ্যমে সদস্যদের পক্ষ হইতে যে রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে তাহা যদি অনুমোদনের অনুকূলে থাকে তবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাতে কোন আপত্তি নাই। কমিটির সদস্য-সচিব উপস্থিত সকল সদস্য, আমন্ত্রিত সদস্য এবং প্রতিনিধিগণকে উক্ত জাতগুলির অনুমোদনের ব্যাপারে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে উক্ত জাতগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানান।

উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ আঃ হামিদ বলেন, বর্ণালী (Improved Sadaf) জাতটি প্রচলিত জাত সাভার-২ এর চেয়ে এর উচ্চতা বেশী। জাতটির মোচাগুলি বেশ বড়। বীজের রং সোনালী হলদে, আকারে বড় ও চক্‌চকে। প্রচলিত জাত সাভার২ হইতে ফলন গড়ে শতকরা ২৬ ভাগ বেশী।

শুভ্রা (Alajuela 7725) জাতটি সাভার-২ এর চেয়ে উচ্চতা বেশী। বীজের রং সাদা, আকারে বড় (১০০ বীজের ওজন ২৭.৬ গ্রাম) ও Flint type। মোচাগুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত ভর্তি থাকে। সাভার-২ হইতে ইহার ফলন রবি মৌসুমে শতকরা ৩০ ভাগ ও খরা মৌসুমে শতকরা ৪৫ ভাগ বেশী। জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার দানার রং সাদা এবং গমের আটার সাথে মিশাইয়া সুস্বাদু রুটি তৈয়ারী করা যায়।

উজ্জল (Amber pop) জাতটির গাছগুলি মাঝারি উচ্চতা ও পাতলা Canopy বিশিষ্ট। মোচাগুলি সরু ও মাঝারি আকারের। বীজগুলি ছোট (১০০ বীজের ওজন গড়ে ১৪.৪ গ্রাম) ও Flint type ইহার কোন মারাত্মক রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় নাই। সর্বোপরি জাতটি খৈ এর জন্য অত্যন্ত উপযোগী। শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ বীজ থেকে খৈ উৎপন্ন হয়।

অতঃপর উজ্জ্বল জাতটির জনপ্রিয় নাম সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং বলা হয় যেহেতু এই জাতটি শুধু 'খৈ' এর জন্য বিশেষ উপযোগী তাই ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'খৈ ভুট্টা' রাখার প্রস্তাব করা হয়। তাহা হইলে সহজে সাধারণ লোকদের নিকট জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে। পরে কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, বর্ণালী জাতটি প্রচলিত জাতের চেয়ে ফলনে বেশী, শুভ্রার বীজের আটার সাথে গমের আটা মিশাইয়া সুস্বাদু আটা তৈরী করা যায় এবং উজ্জ্বল জাত হইতে 'খৈ' উৎপন্ন হয় এই সমস্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য ৩টি জাতই অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। উপস্থিত সকল সদস্যই একমত পোষণ করেন। আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি ভূট্টা জাত যথা-বর্ণালী (BM-1), শুভ্রা (BM-2) এবং উজ্জ্বল (BM-3) এর সমগ্র বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করা হইল।

খ) উজ্জ্বলের জনপ্রিয় নাম পরিবর্তন করিয়া 'খৈ-ভুট্টা' রাখা হইল।

গ) সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে ৩টি জাতের চাষাবাদ পদ্ধতির খসড়া লিফলেটের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার জন্য পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এর সংগে আলোচনা করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন তুলা জাত রূপালী (BAC-7) এবং রজত (BAC-77) এর অনুমোদন।

সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি সভাকে অবহিত করেন যে, ১১-৮-৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৩তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট তুলার ২টি জাত রূপালী ও রজত এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ

করিয়া দাখিল করিয়াছে। তিনি আরো জানান, মাত্র ২টি এলাকায় (Locations) জাত ২টির পরীক্ষা মূলক প্লট স্থাপন করায় মূল্যায়ন করা হয় নাই বলিয়া দলনেতা মতামত প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর দলনেতাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানান জাতগুলির মাঠ মূল্যায়ন করা না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ কর্তৃক দল গঠনের মাধ্যমে মূল্যায়নের পর যে রিপোর্ট প্রদান করা হইয়াছে তাহা অনুমোদনের অনুকুলে থাকিলে কমিটি বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারে। ইহাতে কোন আপত্তি নাই। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে উক্ত জাত ২টির অনুমোদনের ব্যাপারে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। ইহাতে সকল সদস্যই আলোচনায় অংশ নেন। অতঃপর কমিটির সদস্য-সচিব উল্লেখিত জাত ২টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে আহ্বান জানান।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান ডঃ আঃ হামিদ বলেন যে, রূপালী জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা বিশিষ্ট (৯০-১২০ সেমি) এবং গভীর ভাগ (Deeeply lobed) সম্পন্ন। গাছের শাখা-প্রশাখা, পাতা ইত্যাদিতে সর্বত্র প্রচুর শুঁয়া বিদ্যমান। ফল কিছুটা লম্বাটে এবং মধ্যম আকারের (১ কেজি বীজ তুলার জন্য ১৪৫-১৬০ টি ফলের দরকার)। বীজ একটু ছোট আকারের (১০০ বীজের ওজন ১০.৫ গ্রাম) এবং ঘন। এই জাতটি ডেলটাপাইন-১৬ জাত থেকে প্রায় ৩ সপ্তাহ আগে পাকে। তাহা ছাড়া শুঁয়াযুক্ত বিধায় এর জ্যাসিড পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে।

রজত জাতটির গাছ কিছুটা খাট (৯০-১১০ সেমি) এবং ঘন পর্ব বিশিষ্ট। কান্ড কিছুটা লালচে রংগের। কান্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা সবই মসৃণ (শুঁয়া হীন)। ফলগুলি গোলাকৃতি এবং আকারে বেশ বড় (১৩৫-১৪৫ টি ফলে ১ কেজি তুলা হয়)। বীজ একটু বড়। ডেলটাপাইন-১৬ এর তুলনায় এই জাতটি অপেক্ষাকৃত খাট এবং ঘন পর্ব বিশিষ্ট। সঠিক সময়ে বপন করিয়া পরিচর্যা নিলে ডেলটাপাইন-১৬ হইতে ৩০-৩৫ দিন আগে ফলন দেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার পর সভাপতি বলেন, যেহেতু রুপালী (BAC-7) জাতটি প্রচলিত জাত ডেলটাপাইন-১৬ হইতে আগাম ও শুঁয়া থাকায় জ্যাসিড পোকা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে এবং রজত জাতটি ডেলটাপাইন-১৬ হইতে গাছ খাট, ঘন পর্ব বিশিষ্ট এবং সঠিক সময়ে বপন করিলে ৩০-৩৫ দিন আগে ফলন দেয় সেহেতু কেবলমাত্র উত্তরাঞ্চলের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। ইহাতে সকল সদস্যই অনুমোদনের পক্ষে একতম হন।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন তুলা জাত রুপালী (BAC-7) ও রজত (BAC-77) এর কেবলমাত্র উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন সুপারিশ করা হইল।

খ) সংশিষ্ট প্রজননবিদকে জাতটির চাষাবাদ পদ্ধতির খসড়া লিফলেট এর মান উন্নয়নের জন্য পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এর সংগে আলোচনা করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন ছোলা জাত নবীন (এস-১) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ছোলাজাত নবীন (এস-১) এর অনুমোদনের জন্য ইহার মূল্যায়ন রিপোর্টসহ উপস্থিত সকল সদস্যগণকে নিয়া আলোচনা করা হয়। আলোচনা কালে কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, জাতটির মূল্যায়ন রিপোর্ট হইতে দেখা যায় ইহা উচ্চ ফলনশীল এবং আগে পাকার জন্য দলনেতা কর্তৃক অনুমোদনের সুপারিশ করা ইহয়াছে। অতঃপর তিনি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে জাতটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান বলেন, ইহার বীজ প্রচলিত জাতগুলির চেয়ে আকারে বড় (১০০ বীজের ওজন ১১.৮ গ্রাম) এবং বীজের গা অপেক্ষাকৃত মসৃণ। গাছের উচ্চতা বেশী। অনুমোদিত জাত হাইপ্রোছোলা হইতে ফলন শতকরা ৩৫ ভাগ বেশী। স্থানীয় জাত পাবনা লোকাল ও সাবুর-৪ হইতেও ফলন বেশী এবং আগে পাকে। অতঃপর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় প্রকাশ পায় যে, নবীন জাতের অনুমোদনের জন্য যে সমস্ত তথ্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে তাহাতে ফলনের ব্যাপারে যে উপাত্ত (Data) দেওয়া হইয়াছে সেখানে প্রচলিত জাতের চেয়ে বেশী ফলন প্রমাণ করিতে পারে নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, অন্যান্য স্থানীয় জাতের চেয়ে বেশী ফলন দিতে সক্ষম প্রমাণিত না হওয়ায় অনুমোদনের সুপারিশ আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে। তবে এ মৌসুমে বিভিন্ন এলাকায় ফলনের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফলাফলের সঠিক তথ্যসহ পুণরায় দাখিল করিতে পারে এবং Wilt রোগ জাতটিতে কেমন ক্ষতি করিতে পারে তাহার রিপোর্ট প্রদান করিতে পারে। জাতটির আর মূল্যায়নের কোন প্রয়োজন নাই। পূর্বে প্রাপ্ত রিপোর্টই বৈধ বলিয়া ধরা হইবে। উপস্থিত সকল সদস্যই একমত হন।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট নবীন (এস-১) জাতের অনুমোদনের জন্য পুনরায় স্থানীয় জাতের সহিত তুলনামূলক ফলনের এবং Wilt রোগ আক্রমণের বিশ্লেষণ (data analysis) রিপোর্ট সহ জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ পূর্বক কমিটির পরবর্তী সভায় দাখিল করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন তামাক জাত সুগন্ধী (BAT-2) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন তামাক জাত সুগন্ধী (BAT-2) এর অনুমোদনের ব্যাপারে মূল্যায়ন রিপোর্টসহ সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হয়। শুরুতেই কমিটির সদস্য- সচিব সংক্ষেপে জাতটির বৈশিষ্ট বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, এই জাতের গাছ ১৩০-১৩৫ সেমি লম্বা হয়। প্রতি গাছে ২৫-২৭টি পাতা হয়। পরিপক্ক অবস্থায় পাতা সুন্দর সোনালীবর্ণ ধারণ করে। তিনি আরও বলেন, মূল্যায়ন রিপোর্টে দলনেতা কর্তৃক উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে চাষাবাদের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করা হইয়াছে। পরে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে জাতটির বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলার জন্য অনুরোধ করেন।

উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর রংপুর তামাক গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব এনামুল হক বলেন, এই জাতটির গাছ ১৩০-১৩৫ সেমি লম্বা এবং প্রতি গাছে ২৫-২৭টি পাতা হয়। পরিপক্ক পাতা সুন্দর সোনালী বর্ণ ধারণ করে। প্রচলিত জাত অরিনকোর চেয়ে ইহার ফলন শতকরা ৩০ ভাগ বেশী। জাতটিতে পোকা মাকড় আক্রমণের সমস্যা নাই। তবে মাঝে মাঝে Tobacco Mosaic Virus & leaf curl রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। ব্যাপক ক্ষতির সম্ভবনা নাই। তখন সভাপতি বলেন, যেহেতু জাতটি অন্যান্য প্রচলিত জাতের চেয়ে ফলন বেশী এবং অন্যান্য গুণাগুণ ও মূল্যায়ন রিপোর্ট সন্তোষজনক সেহেতু শুধুমাত্র উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের জন্য অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। ইহাতে সকল সদস্যই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন তামাক জাত 'সুগন্ধী (BAT-2) এর কেবলমাত্র উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হইল।

খ) চাষাবাদ পদ্ধতির খসড়া লিফলেট এর মান আরও উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থার সংগে যোগাযোগ করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন টমেটো জাত মানিক (TM 0076) রতন (TM 0073) ও পিংকী (TM 0109) এর অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন টমেটো জাত মানিক, রতন ও পিংকী এর অনুমোদনের জন্য ১১-৮-৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ১৩তম সভায় পেশ করা হয় এবং জাতগুলির অনুমোদনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে বলা হয় BARI কর্তৃক যে সমস্ত তথ্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক থাকায় এবং জাতগুলির মূল্যায়ন রিপোর্ট না থাকায় মূল্যায়ন রিপোর্টসহ কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করিতে বলা হইয়াছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত ফসলের মূল্যায়ন রিপোর্টসহ সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করা হইল। তিনি আরও বলেন, মুল্যায়ন রিপোর্ট হইতে দেখা যায় মানিক, রতন ও পিংকী এই ৩টি জাতই বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং জাতগুলি উচ্চ ফলনশীল, আকর্ষণীয় রং ও বাজার- জাতকরণের সম্ভাবনা বেশী বলিয়া দলনেতা অনুমোদনের সুপারিশ করিয়াছেন। অতঃপর সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে, জাতগুলির মূল্যায়ন রিপোর্ট সন্তোষজনক হওয়ায় এবং সদস্যদের কাহারও কোন আপত্তি না থাকায় অনুমোদানের সুপারিশ করা যাইতে পারে। উপস্থিত সকল সদস্যই ইহাতে একমত হন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টমেটো জাত যথা-মানিক (TM0076), রতন (TM 0073) ও পিংকী (TM0109) এর অনুমোদনের সুপারিশ করা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন চিনা বাদাম জাত বামন বাদাম (ডি এম-১) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন চিনা বাদাম জাত বামন বাদাম (ডি এম-১) এর অনুমোদনের জন্য ইহার মূল্যায়ন রিপোর্টসহ উপস্থিত সকল সদ্যগণকে নিয়া আলোচনা করা হয়। আলোচনার শুরুতেই কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে জানান, এই জাতটি অনুমোদনের জন্য ১২-১১-৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ১১তম সভায় পেশ করা হইয়াছিল। তখন বলা হইয়াছিল বিএআরআই'র তৈলবীজ বিভাগ বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চাষীদের উপযোগী এলাকা নির্ধারণ করিবে এবং উল্লিখিত অঞ্চলে খরিফ মৌসুমে চাষাবাদ করিলে Cropping pattern এর কোন পরিবর্তন করিতে হইবে কিনা তাহাও পরীক্ষা করিবে। বিএআরআই'র তৈলবীজ বিভাগের প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, জাতটি রবি ফসল উঠানোর পর পরবর্তী ফসল বপনের আগে অন্তবর্তীকালীন সময়ে আবাদ করা যায়। অর্থাৎ সরিষা, মাসকালাই, মুগ ও গোলআলু প্রভৃতি ফসল আবাদ করিয়া অনায়াসে রোপা আমন বা নাবি রোপা আউশের পূর্বে আবাদ করা যায়। জাতটি প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক খাট হওয়ায় ইক্ষু, ভুট্টা, বেগুন, কলা, পেঁপে প্রভৃতির সাথে মধ্যবর্তী ফসল হিসাবে উহার চাষ করা যায়।

অতঃপর সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে, তিনি যে সমস্ত তথ্যাদি সরবরাহ করিয়াছেন তাহাতে বীজ বপনের উপযুক্ত সময় (Optimum time) উপযুক্ত রোপণ দূরত্ব, মৌসুমের প্রতিযোগিতামূলক ফসলের তুলনায় সম্ভাবনা এবং বীজ রাখার সমস্যা সম্পর্কে সন্তোষজনক তথ্য না থাকায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যসহ কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করিতে পারেন, তবে জাতটির আর মাঠ মূল্যায়নের প্রয়োজন নাই। পূর্বে

প্রাপ্ত রিপোর্টই বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে। সকল সদস্যই সর্ব সম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাবে একমত হন। বিশদ আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর চিনাবাদাম জাত বামন বাদাম (ডিএম-১) খরিফ মৌসুমে কোন এলাকায় চাষাবাদ করিলে চাষী পর্যায়ে ইহার ব্যাপক প্রসারতা লাভ করিবে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট এলাকা সহ বীজ বপনের উপযুক্ত সময় (optimum time), উপযুক্ত বপন দূরত্ব (optimum spacing), মৌসুমের প্রতিযোগিতামূলক ফসলের তুলনায় লাভের সম্ভাবনা এবং বীজ রাখার সফল ব্যবহার বিস্তারিত তথ্য সহ ছকপত্র পুরণ পূর্বক দাখিল করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন টমেটো জাত তুষ্টি (TM 007) এবং বিকাশ (TM 002) এর অনুমোদন।

কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কর্তৃক টমেটো জাত তুষ্টি ও বিকাশ এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করিয়াছে। তিনি আরও জানান, জাত ২টি ইতিমধ্যে মাঠ মুল্যায়ন করা হইয়াছে এবং অনুমোদনের সুপারিশ করিয়াছে। পরে তিনি জাত ২টির বৈশিষ্ট সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদদের অনুরোধ করেন।

উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ লুৎফর রহমান খান বলেন তুষ্টি জাতটির গাছ খাট, পাতা বড় এবং মোটা। প্রায় একই সাথে ফুল আসে ও ফল পাকে এবং পাকলে খয়েরী লাল রংগের হয়। ফলে বীজ অনেক কম। প্রচুর রসালো ও ফাপাহীন। ভিটামিন-সি ৯৯.৭ মিলিগ্রাম। অন্যান্য জাতের চেয়ে বাজার জাতকরণ ক্ষমতা ভাল। বিকাশ জাতটির গাছ বড় ও সহজে নেতিয়ে পড়ে না। পাতা মধ্যম আকার ও পাতলা, প্রায় একই সময়ে ফুল আসে। ফল চেপ্টা গোলাকার, পাকলে লাল রংগের হয় এবং ফলে বীজ বেশী থাকে না। ফল রসালো ও ফাপাহীন। প্রতি ১০০ গ্রামে ১৮.৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন - সি থাকে।

অতঃপর সভায় Wilt রোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বলা হয় টমেটো জাতে Wilt একটি মারাত্মক রোগ। এ ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য না থাকায় এবং জাত ২টির ফলনে প্রচলিত জাতের সংগে আঞ্চলিক পরীক্ষার বিশেষ কোন তারতম্য (Varitation) দেখাইতে না পারায় সভায় উপস্থিত সকল সদস্যই অনুমোদনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি মত ব্যক্ত করেন যে, জাত ২টির রোগ বালাই ও ফলনে স্থানীয় জাতের উপর শ্রেষ্ঠত্বের বিস্তারিত তথ্য সহ কমিটির পরবর্তী সভায় দাখিল করিতে পারে। ইহাতে একমত হন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহকে তুষ্টি ও বিকাশ টমেটো জাত ২টির অনুমোদনের জন্য রোগ-বালাই সম্বন্ধে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের রিপোর্টসহ প্রচলিত জাতের চেয়ে ফসলের তারতম্য দেখাইয়া বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ পূর্বক পুনরায় ছকপত্র পুরণ করিয়া দাখিল করিতে বলা হইল।

আলোচ্য বিষয়-৯ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন বাঁধা কপি জাত প্রভাতী এর অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন বাঁধা কপি জাত প্রভাতী এর মূল্যায়ন রিপোর্টসহ অনুমোদনের ব্যাপারে উপস্থিত সকল সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যগণকে আলোচনায় অংশ গ্রহন করার অনুরোধ জানান। শুরুতেই তিনি এই নতুন জাত সম্বন্ধে বক্তব্য রাখিতে গিয়া বলেন যে, জাতটির বীজ মান ও মাঠ মান দাখিল করা হইয়াছে এবং মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়নের ভিত্তিতে অনুমোদনের সুপারিশ করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে জাতটির বৈশিষ্ট সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখার আহবান জানান।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিএআরআই'র সাইট্রাস ও সবজী বীজ গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষ হইতে জানানো হয় যে, জাতটির গাছ ছাই সবুজ রংগের। মাথার ওজন গড়ে ২ কেজি। এই জাতের গাছ কে কে ক্রস (KK Cross) কিংবা কে ওয়াই ক্রস (K.Y Cross) এর মত ছড়ানো হয় না। জাতটি দেশী আবহওয়ায় বীজ উৎপাদন করিতে সক্ষম। সঠিকভাবে পরিচর্যা নিলে হেক্টর প্রতি ১ টন বীজ উৎপাদন হইতে পারে।

বিশদ আলোচনার পর সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, যেহেতু জাতটি এদেশী আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করিতে সক্ষম, চাষী পর্যায়ে সহজে ইহার জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে এবং মূল্যায়ন রিপোর্ট সন্তোষজনক সেহেতু অনুমোদনের সুপারিশ করা যাইতে পারে। তবে বীজ মান ও মাঠ মান এর অনুমোদনের ব্যাপারে সময়ের স্বল্পতাহেতু আলোচনা স্থগিত রাখা যাইতে পারে। এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যাইতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন বাঁধা কপি জাত প্রভাতী এর অনুমোদনের সুপারিশ করা হইল।

খ) বাঁধা কপি জাতের বীজ মান ও মাঠ মান এর অনুমোদনের ব্যাপারে পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

আলাচ্য বিষয়-১০ ঃ বিবিধ ঃ

ক) পরিচালক (খাদ্য শস্য শাখা), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি সভায় আলোচনা করা হয় এবং তাঁহাকে সদস্য হিসাবে না রাখিয়া ভবিষ্যত অনুষ্ঠিতব্য কমিটির সভায় পর্যবেক্ষক হিসাবে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

খ) মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রদানের জন্য ছকপত্র তৈয়ারী এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের ছকপত্র সংশোধনের বিষয়টি কমিটির পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

বেলা ২.০০ ঘটিকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ আবদুল গফুর খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা,
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

(ডঃ ইকরামুল আহসান)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।